গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
ট্রাফিক শাখা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত বন্দরসমূহের বন্দর প্রধান/ইনচার্জদের সাথে বন্দর পরিচালনা সংক্রান্ত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	(মোঃ আলমগীর) চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ,ঢাকা।
সভার তারিখ	৩০ জুন, ২০২১
সভার সময়	বেলা : ১০.০০ টা
স্থান	বাস্থবকের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত কর্তৃপক্ষের সদস্য, পরিচালক ও জুম অ্যাপসে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বন্দরের বন্দর প্রধান/ইনচার্জদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমেই বন্দর প্রধান/ইনচার্জদের তাদের নাম, কর্মস্থল, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মকাল, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের তথ্যসহ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত একান্ত সচিবকে সঞ্চালনার জন্য অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ০৭(সাত) টি এবং বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত ০৫ (পাঁচ) টি মোট ১২ টি স্থলবন্দরের ইনচার্জগণ পর্যায়ক্রমে তাদের পরিচয় প্রদান করেন। অত:পর চেয়ারম্যান মহোদয় স্বাগত বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষে যারা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং কর্তৃপক্ষের সাবেক সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) মহোদয়ের (যিনি কোভিড-১৯ এ মৃত্যুবরণ করেছেন) রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি জানান, ভৌগলিক অবস্থা ও অঞ্চলভেদে প্রত্যেকটা বন্দরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সমস্যারও ভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ রক্ষায় বন্দর প্রধান/ইনচার্জদের মেধা, মনন, বোধ ও সৃজনশীলতা দিয়ে "টিম ওয়ার্ক " এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রয়োজনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। কোনভাবেই যেন দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন না হয় সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃপক্ষের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও করণীয় বিষয় তুলে ধরেন:

ক্র.নং.	বিষয়	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন
১.	মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন:	ঘোষিত ২৪টি স্থলবন্দরে সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সদস্য (উন্নয়ন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
২.	মডেল পোর্ট:	আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের আদলে একটি বন্দরে সকল ধরনের সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে একটি "মডেল পোর্ট" স্থাপন করতে হবে। পরবর্তীতে "মডেল পোর্ট" কে অনুসরণ করে অন্যান্য বন্দরের উন্নয়ন করতে হবে।	সদস্য (উন্নয়ন), সদস্য (ট্রাফিক)এবং সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) এ বিষয়ে উদ্যোগ নিবেন।
৩.	বন্দর পরিচ্ছন্ন:	বর্তমান তথা বর্ষা মৌসুমে বন্দর অভ্যন্তরে পানি জমা, গর্ত হওয়া বা রাস্তাঘাট নষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত এসকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বন্দর প্রধান/ইনচার্জগণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত টার্ম কন্ট্রাক্টর দ্বারা বন্দরে উদ্ভূত সমস্যা দ্রুতসমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.	স্টেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা।	বন্দরে কাস্টমস্, বিজিবি, ইমিগ্রেশন, ব্যাংক, সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারক, লেবার সংগঠন, ট্রান্সপোর্ট সংগঠনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার রয়েছে। বন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে তাদের সাথে নিয়মিত সভাসহ সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বন্দর প্রধান/ইনচার্জগণ প্রতিমাসে অন্তত একবার স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করবেন। বন্দরের কোন সমস্যা হলে প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের সাথে সভা করে সমস্যার সমাধান করবেন।
৫.	দুর্ঘটনা মোকাবেলা।	বন্দরের বিভিন্ন কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।বিশেষত: দাহ্য/ রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে দাহ্য/রাসায়নিক পদার্থ যথানিয়মে নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে বন্দরের জন্য "কেমিস্ট" পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বন্দর প্রধান/ইনচার্জগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন; প্রশাসন শাখা কর্তৃক বন্দরের জন্য "কেমিস্ট" পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
৬.	টেকনিক্যাল পদ সৃজন	বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীগণের স্বল্প সময় ও স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত সেবা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বেনাপোল স্থলবন্দর অটোমেশন ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বন্দরেও অটোমেশন কার্যক্রম শুরু হবে। সেপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের জন্য "প্রোগ্রামার" এর পদ সৃজন করতে হবে।তাছাড়া বন্দরগুলোতে শেড/ইয়ার্ডসহ ডরমেটরী, রেস্টহাউজ, অফিস ভবন ইত্যাদি নান্দনিক স্থাপত্য নির্মাণের জন্য "আর্কিটেক্ট" পদও সৃজন করতে হবে।	প্রশাসন শাখাকর্তৃক"প্রোগ্রামার" ও "আর্কিটেক্ট" পদ সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
৭.	স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন :	কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনের জন্য সভাপতি সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। অতিমারীর সময়ে ভারত হতে আগত ড্রাইভার, হেলপারদের জন্য এ কর্তৃপক্ষ হতে প্রণীত Standard Operating Precedure (SOP) অনুসরণ করে বন্দর পরিচালনার করার জন্য অনুরোধ জানান।	করোনাকালীন সময়ে বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বন্দর প্রধানগণ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধি এবং কর্তৃপক্ষ হতে প্রণীত SOP যথাযথভাবে প্রতিপালন করবেন। বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে তা জানাতে হবে।

বন্দর প্রধান/ইনচার্জগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে বন্দর ভিত্তিক নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা গৃহীত হয়:

ক্র.	বন্দরের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	উপপরিচালক (ট্রাফিক), বেনাপোল স্থলবন্দর সভাকে অবিহিত করেন যে, বন্দরে বর্তমানে কোন বড় ধরনের সমস্যা নেই। তবে এ বন্দরের কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে বন্দরটি সম্ভাবনাময় হতে পারে।যেমন- • পণ্যের ধরণ অনুযায়ী ৫টি শেড নির্মাণ; • বন্দরের পার্শ্ববর্তী রেল কর্তৃপক্ষের জমি ব্যবহারে অনুমোদন গ্রহণ; • প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল-২ এর জন্য জমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিতকরণ; • শেড প্রতি ২ জন করে জনবল নিয়োগ; • বন্দরের কর্মচারীদের করোনা যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকৌশল বিভাগ ও প্রশাসন শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২.	**ভোমরা স্থলবন্দর**	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক), ভোমরা স্থলবন্দর সভাকে অবিহিত করেন যে, বন্দরটিকে আধুনিক ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ২৫টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে চেকলিষ্ট তৈরী করেছেন। ইতোমধ্যে ১০টি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। উক্ত চেকলিষ্ট হতে ১৫টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার প্রস্তাব নিম্নরূপ: • জিরো লাইনে একটি নান্দনিক গেট নির্মাণ; • ভোমরা বন্দরে অটোমেশন/ই-পোর্ট সিস্টেম চালুকরণ; • অধিগ্রহণকৃত জমিতে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ।	প্রকৌশল বিভাগ ও প্রশাসন শাখা এ বিষয়েপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৩.	**বুড়িমারী স্থলবন্দর**	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক), বুড়িমারী স্থলবন্দর আয়ের ক্রমবর্ধমান লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখপূর্বক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রস্তাব করেন: • মূলত: এ বন্দরের মাধ্যমে পাথর আমদানি হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে অন্যান্য পণ্যও আমদানি হচ্ছে বিধায় আরো শেড নির্মান করা প্রয়োজন; • বন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাব ত্বরান্বিতকরণ; • বন্দরের অভ্যন্তরীণ ইয়ার্ড কনক্রিট ঢালাই করা প্রয়োজন।	প্রকৌশল বিভাগ ও প্রশাসন শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৪.	**তামাবিল স্থলবন্দর**	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক), তামাবিল স্থলবন্দর বলেন, এ বন্দরের মাধ্যমে ৯৯% পাথর আমদানি করা হয়। তবে আমদানিকারকগণ পাথর বন্দর অভ্যন্তরে না রেখে নিজস্ব ইয়ার্ড বা খোলা জায়গায় রাখে। এ প্রেক্ষিতে বন্দরের রাজস্ব আয় কম হয়।এছাড়া স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তামাবিল স্থলবন্দরের মাধ্যমে গড়ে মাসে ১০০-১৫০ প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে। এ বিষয়ে তার প্রস্তাব নিম্নরূপ: • প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; • ব্যবসায়ীদের বন্দরের ইয়ার্ড ব্যবহারে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রকৌশল বিভাগ ও প্রশাসন শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৫.	**নাকুগাঁও স্থলবন্দর**	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক), নাকুগাঁও স্থলবন্দর বলেন, মূলত: এ বন্দরের মাধ্যমে পাথর আমদানি হয়ে থাকে। ক্রমান্বয়ে এ বন্দরের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ভুটানী পণ্যবাহী ট্রাক সরাসরি নাকুগাঁও স্থলবন্দরে আসার সুযোগ থাকলে এ বন্দরের রাজস্ব আয় অনেক বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া তিনি বলেন, বন্দরে বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তার প্রস্তাব নিম্নরূপ: • ভুটানী পণ্যবাহী ট্রাক সরাসরি নাকুগাঁও স্থলবন্দরে আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	ভুটানীপণ্যবাহী ট্রাক সরাসরি নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রবেশের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হবে। বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.	**আখাউড়া স্থলবন্দর**	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক), আখাউড়া স্থলবন্দর বলেন, রপ্তানিকৃত পণ্যের টেস্টিং রিপোর্ট থাকলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় পরীক্ষা করে থাকে। কিন্তু ভারতীয় অংশে বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে পণ্য পরীক্ষাগার না থাকায় পণ্য পরীক্ষা করার জন্য ব্যবসায়ীদের কোলকাতায় যেতে হয়। এছাড়া গার্মেন্টস্ পণ্যের ক্ষেত্রে বেনারস হতে কালার পরীক্ষা করা হয়। এতে পঁচনশীল পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের পণ্যের রপ্তানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ বন্দরের মাধ্যমে মাসে গড়ে ১২০০-১৫০০ যাত্রী গমণাগমন করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে তাঁর প্রস্তাব নিম্নরূপ: • বন্দরের নিকটবর্তী স্থান/আগরতলায় পণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; • প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ; • ডরমেটরী ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	আগারতলায় পণ্য পরীক্ষাগার স্থাপনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হবে। প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য প্রকৌশল বিভাগ ও প্রশাসন শাখা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৭.	**সোনাহাট স্থলবন্দর**	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক), সোনাহাট স্থলবন্দর ক্রমবর্ধমান আয়ের চিত্র উল্লেখপূর্বক তিনি নিম্নরূপ প্রস্তাব করেন: • বর্ষা মৌসুমে বন্দরের উদ্ভুত সমস্যা যেমন-পানি জমা, লিকেজ ইত্যাদি নিরসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; • ইমিগ্রেশন চালুর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত টার্ম কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে বন্দরের উদ্ভুত সমস্যা নিরসনেরপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ইমিগ্রেশন চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮.	**বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর**	বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান, উক্ত বন্দরের মাধ্যমে ভারত-ভুটান-নেপালের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বন্দর অভ্যন্তরে সকল সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে বন্দর সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন।	প্রশাসন শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৯.	**সোনামসজিদ স্থলবন্দর**	বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত সোনামসজিদ স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান, এ বন্দরের মাধ্যমে কালো পাথর আমদানি হয়।কাস্টমস্ কর্তৃক বন্দর মাশুল আদায় করার সময় বন্দর অভ্যন্তরে যানজট সৃষ্টি হয়। বন্দর সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন।	প্রশাসন শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১০.	**বিবিরবাজার স্থলবন্দর**	বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত বিবিরবাজার স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান, সকল স্থলবন্দরে কনফারেন্স রুমথাকলেওবিবিরবাজার স্থলবন্দরে কনফারেন্স রুম নেই। গত ৯-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ-ভারত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত সাব-গ্রুপ এর ৩য় সভা বিবিরবাজার স্থলবন্দরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বন্দরে কনফারেন্স রুম না থাকায় স্থলবন্দরের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়।উক্ত বন্দরে জরুরিভিত্তিতে এক (০১)টি কনফারেন্স রুম স্থাপন করা প্রয়োজন।	বিবির বাজার স্থলবন্দরে জরুরী ভিত্তিতে কনফারেন্স রুম স্থাপনের জন্য পোর্ট অপারেটরকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পোর্ট ইনচার্জ বিষয়টির বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করে অবিলম্বে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।
১১.	**হিলি স্থলবন্দর**	বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত হিলি স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান, এ বন্দরে অটোমেশন চালু হওয়া দরকার। বন্দরের জমি নিয়ে মামলা চলমান থাকায় উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা। জরুরী ভিত্তিতে মামলা নিস্পত্তি করা প্রয়োজন।	প্রশাসন শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
১২.	**টেকনাফ স্থলবন্দর**	বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত টেকনাফ স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান, এ বন্দর অভ্যন্তরে পার্কিং ইয়ার্ড না থাকায় পণ্যবাহী গাড়ী দ্বারা যানজটের সৃষ্টি হয় এবং বন্দরে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিশ্রাম/খাবারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় লেবার শেড নির্মান করা প্রয়োজন। এছাড়া সেখানে ইন্টারনেট গতি খুব দূর্বল থাকায় প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	প্রকৌশল বিভাগ ও প্রশাসন শাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

এ পর্যায়ে সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন), বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত বন্দর ইনচার্জদের অবহিত করেন যে, বাস্থবকের হিস্যা অনুযায়ী পোর্ট অপারেটর কর্তৃক সঠিকভাবে পাওনা পরিশোধ করছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।এক্ষেত্রে অপারেটর কর্তৃক সরবরাহকৃত আয় বিবরণী যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ প্রেরণ করতে হবে। পোর্ট অপারেটর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে কিনা তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

পরিশেষে, সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আলমগীর)
চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ,ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ১৮.১৫.০০০০.০২২.০২.০০২.১৭.১২৮

তারিখ: ১৯ আষাঢ়.১৪২৮
০৩ জুলাই ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) সদস্য (উন্নয়ন/ট্রাফিক/অর্থ ও প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

২) পরিচালক (অডিট/প্রশাসন/ট্রাফিক/হিসাব),বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ , বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ,ঢাকা।

৪) সচিব, বোর্ড শাখা , বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ,ঢাকা।

৫) পরিচালক (ট্রাফিক),বেনাপোল স্থলবন্দর,যশোর।

৬) উপ-পরিচালক (ট্রাফিক),ভোমরা স্থলবন্দর,সাতক্ষীরা/ বুড়িমারী স্থলবন্দর,পাটগ্রাম,লালমনিরহাট।

৭) সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক),তামাবিল স্থলবন্দর,গোয়াইনঘাট,সিলেট/নাকুগাঁও স্থলবন্দর,নালিতাবাড়ী,শেরপুর/সোনাহাট স্থলবন্দর,ভুরুঙ্গামারী,কুড়িগ্রাম/আখাউড়া স্থলবন্দর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/সোনামসজিদ স্থলবন্দর,শিবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ/বিবিরবাজার স্থলবন্দর,বিবিরবাজার,কুমিল্লা/টেকনাফ স্থলবন্দর,কক্সবাজার/বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর,তেঁতুলিয়া,পঞ্চগড়/হিলি স্থলবন্দর, হাকিমপুর ,দিনাজপুর।

৮) এস্টেট অফিসার , প্রশাসন শাখা, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা (www.bsbk.gov.bd তথ্য বাতায়নে কার্যবিবরণীটি যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য)।

৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পানামা-সোনামসজিদ পোর্ট লিংক লিঃ, জাহাঙ্গীর টাওয়ার, বিল্ডিং এম এস. সেকশন-১৪, মিরপুর রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , পানামা হিলি পোর্ট লিংক লিঃ, হাকিমপুর, দিনাজপুর।

১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিঃ, ৩/৩ এ, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।

১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শেফার্ড কুমিল্লা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড, ১৭, ধানমন্ডি আ/এ, রোড নং-২, ঢাকা।

১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিঃ, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, হাউজ নং-২৩-২৬, রোড নং-৯০-৯১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

আনিসুল ইসলাম
পরিচালক (ট্রাফিক)